ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

◂◂ অনন্যা পান্ডের বাগদান!

পৃঃ ৫

১১৮ কোটি টাকায় ▸▸ ফ্লোরিডায় বাড়ি কিনলেন মেসি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৫৮ ● কলকাতা ● ৩১ ভাদ্র, ১৪৩০ ● সোমবার ● ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

অধিবেশনে কাউন্সিলরদের মধ্যে

হাতাহাতির ঘটনায় তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : বিজেপি কাউন্সিলরদের উপরে আক্রমণের অভিযোগের ঘটনায় শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে এক হাত নিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর কটাক্ষ, গত শনিবার কলকাতা পুরসভায় যে ঘটনা ঘটেছে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।বিবদমান দুই কাউন্সিলরকে থামাতে উঠে আসেন তৃণমূল কাউন্সিলর সুদীপ পোল্লে এবং বিজেপির বিজয় ওঝা। কিন্তু, তাতেও বিশেষ লাভ হয় না। উল্টে বিজয় এবং সুদীপ নিজেদের মধ্যে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন। সুদীপ পোল্লে তো রীতিমতো কুস্তির কায়দায় সজল ঘোষকে বগলদাবা করে নেন। তখন পরিস্থিতি চরমে পৌঁছয়।এদিন শাসকদলকে নিশানা করে শুভেন্দু বলেন, "ধারাবাহিক ভাবে তৃণমূল এগুলো সবক্ষেত্রেই করে চলেছে।

এরপর ৩ পাতায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো হ'ছে যে আগামী ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ "বিশ্বকর্মা পূজা" উপলক্ষ্যে আমাদের সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে, তাই ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে আমাদের পত্রিকার কোনো প্রকাশন হবে না আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে আমাদের পত্রিকা পুনরায় প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গন্তব্য বার্সেলোনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মুখ্যমন্ত্রীর স্পেন সফর পা দিল পঞ্চম দিনে। গত চারদিন ধরে মাদ্রিদে রয়েছেন তিনি। শিল্প বৈঠক, ক্রীড়া বৈঠকের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাচক্র সেরেছেন। ঘুরে দেখেন রিয়াল মাদ্রিদের স্টেডিয়াম ও ট্রফি ক্যাবিনেট। এবার পালা বার্সেলোনার।এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গন্তব্য বার্সেলোনা। 'টিম' মুখ্যমন্ত্রী যাচ্ছে ট্রেনে। ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স ট্রেনের একটি কামরা সংরক্ষণ (বুক) করেছে। মাদ্রিদের স্থানীয় সময় সাড়ে ১২টা নাগাদ ছাড়বে ট্রেন। ঘন্টা তিনেকের সফর। বার্সেলোনায়ও রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক কর্মসূচি। ফলে সোমবার থেকে ঠাসা কর্মসূচি থাকছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।মাদ্রিদের মন জয় করে রবিবারই ভারতীয় সময় বিকেল চারটে নাগাদ বার্সেলোনার পথে রওনা হবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সফর ট্রেনে।

বুধবার মাদ্রিদের মাটিতে পা রেখেছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী । তার পর টানা তিনদিন চলেছে লগ্নি কর্মসূচি। ক্রীড়া থেকে শিল্পক্ষেত্র, ভাষা থেকে শিক্ষা, একাধিক মউ স্বাক্ষর হয়েছে। চেরি অন দ্য টপ-শিল্পসফরে ভারতীয় ক্রিকেটের আইকন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ঝোড়ো ব্যাটিং। স্থানীয় ভারতীয়দের মধ্যেও প্রবল আগ্রহ ছিল মুখ্যমন্ত্রীকে ঘিরে। তাঁদের আগ্রহও 'দিদি'। মাদ্রিদের সফল সফরে একজনের নাম করতেই হয়, তিনি ভারতীয় রাষ্ট্রদূত দীনেশ পট্টনায়েক।

আম্বেদকরের স্বপ্নকে পূরণ করতে

নিরন্তর প্রয়াস চালাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দেশের জন্য যাঁরা উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন, এ রকম ব্যক্তিত্বদের থেকে সবসময় প্রেরণা নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এ ভাবেই বিআর আম্বেদকরের স্বপ্ন পূরণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন মোদী। সেই লক্ষ্যে একাধিক কাজ করে যান তিনি। প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসার পর নয়, স্বয়ংসেবক হিসাবে কাজ করার সময় থেকেই আম্বেদকরের স্বপ্ন পূরণের পথে হাঁটা শুরু করেছেন মোদী।আম্বেদকরের আদর্শ বিজেপির অন্দরেও তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিভিন্ন সময় পালন করেছেন নরেন্দ্র মোদী। ১৯৮৭ সালে গুজরাট বিজেপির সাধারণ সম্পাদক থাকার সময় গুজরাটের বিভিন্ন জায়গায় একাধিক আম্বেদকরের মূর্তি স্থাপন করিয়েছিলেন মোদী। ভারতীয় সংবিধানের ৬০ বছরের পূর্তি উপলক্ষ্যে সংবিধান যাত্রারও আয়োজন করেছিলেন মোদী। এই যাত্রার উদ্দেশ্য আম্বেদকরকে শ্রদ্ধা জানানো। বিজেপির নেতা হন বা গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বা দেশের প্রধানমন্ত্রী। আম্বেদকরকে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি আম্বেদকরের চিন্তাকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে নিরন্তর প্রয়াস

এরপর ৩ পাতায়

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

ভর্তি চলছে

- ২০২৪শিক্ষাবর্ষের নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন ৬ই ডিসেম্বর বুধবার ২০২৩ থেকে শুরু হবে।
- আসন সংখ্যা সীমিত।অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময়- সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা।
যোগাযোগ-
9083249944 / 9083249933 / 9083249922

বিশেষ অধিবেশনে মহিলা সংরক্ষণ

বিলের পক্ষে সওয়াল, সর্বদলীয় বৈঠকে সরব তৃণমূল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সোমবার ১৮ সেপ্টেম্বর শুরু হচ্ছে সংসদের বিশেষ অধিবেশন তার আগে রবিবার বিকেলে দিল্লিতে সংসদের গ্রন্থাগার ভবনে সর্বদলীয় বৈঠকে একাধিক বিষয়ে সরব হল বিরোধী দলগুলি। মহিলা সংরক্ষণ বিল, নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ বিল-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করল তৃণমূল কংগ্রেস ।প্রসঙ্গত, গত বুধবার সংসদের বিশেষ অধিবেশনের আলোচ্যসূচি ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। জানানো হয়েছে, ভারতীয় গণতন্ত্রের ৭৫ বছরে ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হবে ওই বিশেষ অধিবেশনে। আসলে এই বিশেষ অধিবেশনেই পুরনো সংসদকে বিদায় জানিয়ে নতুন সংসদে প্রবেশ করবে সরকার। আলোচনার পাশাপাশি বিশেষ ওই অধিবেশনে চারটি বিল পেশ করবে সরকার। সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে তাতপর্যপূর্ণ হল মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগ বিল। সেই সঙ্গে পোস্ট অফিস বিল, অ্যাডভোকেট সংশোধনী বিল এবং প্রেস ও রেজিস্ট্রেশন বিল পেশ হবে।

তৃণমূলের তরফে সর্বদলীয় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডেরেক ও ব্রায়েন । তিনি দাবি করেন, পাঁচ দিন চলা বিশেষ অধিবেশনে আলাদা করে একটি দিন রাখতেই হবে বিরোধীদের জন্য, যেখানে আমজনতার জরুরি বিষয়গুলো তুলে ধরা হবে। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, কেন্দ্রের কাছে রাজ্যগুলির বকেয়ার বিষয়েও আলোচনার দাবি করা হয়। তৃণমূলের বক্তব্য, কেন্দ্রের নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ বিল ভয়ংকর। লোকসভা ভোটের কয়েক মাস আগে তা যেন কোনওভাবেই না আনা হয়। বিলটিকে সংবিধান বিরোধী, আইন বিরুদ্ধে, গণতন্ত্র বিরোধীও বলা হয়। উল্লেখ্য, দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের কমিটি থেকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে বাদ দেওয়ার ওই বিতর্কিত বিল পেশের কথা বুধবার লোকসভার আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এদিন এছাড়াও মহিলা সংরক্ষণ বিল এবং সাসপেন্ড হওয়া বিধায়কদের ফেরানোর পক্ষে সর্বদলীয় বৈঠকে সহওয়াল করে তৃণমূল ।রবিবার সর্বদলীয় বৈঠকে ছিলেন কংগ্রেসের অধীর রঞ্জন চৌধুরী এবং প্রমোদ তিওয়ারি, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা জেডি(এস) নেতা এইচডি দেবগৌড়া, ডিএমকে-র কানিমোঝি, টিডিপি-র রাম মোহন নাইডু, আপের সঞ্জয় সিং, বিজেডি-র সস্মিত পাত্র, বিআরএস নেতা কেশব রাও, ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টির ভি বিজয়সাই রেড্ডি, আরজেডি-র মনোজ ঝা এবং জেডি(ইউ)-এর অনিল হেগড়ে এবং এসপি-র রাম গোপাল যাদব ।বৈঠকে সরকারের তরফে প্রতিনিধিত্ব করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, এবং সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী।

অবশেষে রাজধানী এক্সপ্রেস মালদা হয়ে

চলাচল করবে, টিকিট বুকিংর সূচনা হল

মালদা: নিউজ সারাদিন : এবার থেকে মালদা হয়ে চলবে রাজধানী এক্সপ্রেস। মালদা বাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হল। আগরতলা থেকে দিল্লিগামী রাজধানী এক্সপ্রেসের নতুন স্টপেজের জন্য পিআরএস এবং ইন্টারনেট কাউন্টারগুলির মাধ্যমে টিকিট বুকিংর উদ্বোধন হল। রবিবার সকালে বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী আগরতলা-আনন্দ বিহার তেজস রাজধানী এক্সপ্রেসের টিকিট কেটে বুকিংয়ের সূচনা করেন। এই উপলক্ষে রবিবার সকাল ৯টায় মালদা টাউন স্টেশনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয় আগামী ১৫ই জানুয়ারি ২০২৪ আগরতলা থেকে তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনটি মালদা টাউন-ভাগলপুর হয়ে বাঁকানো রুটে মালদা টাউন, ভাগলপুর, জামালপুর এবং পাটনা স্টেশনে বাণিজ্যিক স্টপেজ দিয়ে উভয় দিকে যাতায়াত করবে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন উত্তর

এরপর ৩ পাতায়

সবার জন্য শিক্ষা নাম তার (বিদ্যা)

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : এটা একটি কেন্দ্রীয় ভিত্তিক শিক্ষা মডেল যেখানে একজন শিক্ষক /শিক্ষিকা বা অক্ষর সাথী হিসাবে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা প্রদান করা। তার নাম দেয়া হয়েছে বিদ্যা। সারা ভারতবর্ষে জুড়ে শুরু হয়েছে এই শিক্ষা দান। তার সম্পূর্ণরূপে সহযোগিতায় করছেন, শেখর মেহতা, রোটারি ইন্ডিয়ান লিটল এক্স সি মিশন।

বর্তমান ক্যানিং পশ্চিমের এম এল এ শ্রী পরেশ রাম দাস মহাশয় বলেছেন শিক্ষা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসবে তাই আমাদের ব্লকে সমস্ত প্রধান উপপ্রধান দের আমরা জানিয়ে দেবো প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সাক্ষরতা কর্মসূচি যেন গ্রহণ করেন প্রতিটি বাড়ি বাড়ি। এক ভালো উদ্যোগ কে স্বাগত জানিয়েছেন।

রোটারি ইন্ডিয়ান রিটালে এক্সি মিশন ফিল্ড অফিসার আমান মোল্লা বলেন যেসব সমাজে মাধ্যমিক পাস ও উচ্চ মাধ্যমিক পাস মহিলা ও পুরুষ মিলিত হবে ৬০টি ক্লাসের মাধ্যমে সর্বাধিক ৪০ জনের একটা দলকে নিয়ে ক্লাস শুরু করতে পারেন। সেই সকল বেকার ছেলে মেয়েদের কে মাথাপিছু ২০০ টাকা করে ৬০টি ক্লাস কমপ্লিট করলে তাদেরকে দেয়া হবে। মূলত যারা অক্ষর সাথী হবেন।

অক্ষর সাথীরা কোর্স শেষে একটি সংশয় পত্র পাবেন। পড়ালেখা করানোর জন্য যা কিছু লাগবে সব আমাদেরই আরআই এলএম তরফ থেকে দেয়া হবে। রোটারির কর্ণধর শেখর মেহতা বলেন আমরা চাই প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য স্বাক্ষরতা কর্মসূচিকে সফল করতে। আমাদের লক্ষ্য হবে সম্পূর্ণ স্বাক্ষর ভারত গড়তে পারবো বিদ্যার মাধ্যমে। আরো চাই শিক্ষা জাতিকে পথ দেখা নতুন রূপে।

আগুন পুড়ে ছাই বিধবা মহিলার ঘর সহ দুই ছেলের বসতবাড়ি!

চার নাবালক সন্তানকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় পরিবার

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর: নিউজ সারাদিন : ভয়াবহ আগুনে পুড়ে ছাই এক বিধবা মহিলার ঘর সহ দুই ছেলের বসতবাড়ি। অগ্নিকাণ্ডটি ঘটেছে আজ রবিবার দুপুর ১২ টা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লকের রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের রামশিমুল গ্রামে। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমেনা বেওয়া (৬৮) ও তার দুই ছেলে মহম্মদ কালাম ও আমেরুল হকের বাড়ি ।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,ক্ষতিগ্রস্ত আমেরুল হকের স্ত্রী মাজেরা বিবি দুই নাবালিকা কন্যা সন্তানকে বাড়িতে রেখে মাঠে ধানের জমিতে জল দিতে গিয়েছিল ।এই সুযোগে তার বড় মেয়ে মুসকান খাতুন (১০)রান্না ঘরের উনুনে ভাত চাপিয়ে রান্না করছিল। অসাবধানতার কারণে রান্নাঘরে আগুন ধরে যায় ।সেই আগুন নিমেষের মধ্যে আমেনা বেওয়া ও মহম্মদ কালামের বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে ।দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে ঘর। স্থানীয়রা ছুটে এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান ।খবর দেওয়া হয় তুলসীহাটা দমকল অফিসে। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই বাড়িতে থাকা আসবাবপত্র, কাপড়চোপড়, মজুত শস্য ও নগদ ৩০ হাজার টাকা পুড়ে ছাই হয়ে যায় বলে খবর। ক্ষতিগ্রস্ত আমেনা বেওয়া জানান,তার দুই ছেলে ও তার একমাত্র বসতবাড়ি সহ তিনটি ঘর আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ।এছাড়া বাড়িতে রাখা ছিল গোরু বিক্রি করা ও ভাতার ৩০ হাজার টাকা ।সেই টাকা গুলিও পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। তিনি আরো জানান,তার ছোট ছেলে মহম্মদ কালাম এর স্ত্রী তিন মাস আগে মারা গেছে। বাড়িতে চার নাবালক সন্তানকে রেখে দুই দিন আগে ভিন রাজ্য উড়িশায় পাইপ লাইনের কাজ করতে গিয়েছে সে। অপরদিকে তার সেজো ছেলে আমেরুল হকও ভিন রাজ্য পাঞ্জাবে কাজ করতে গিয়েছে। ইতিমধ্যে এই কান্ড ।এখন কিভাবে নতুন বাড়ি তৈরি করবেন এই নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছে পরিবার। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মহম্মদ রাহেব ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সব রকমের সরকারি সাহায্য পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন।

পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যা ও সঙ্কট মোকাবিলা করার জন্য

জরুরী ভিত্তিতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত রাষ্ট্রগুলির অঙ্গীকারের কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী শ্রী ভূপেন্দর যাদব জলবায়ু পরিবর্তন সহ পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যা ও সঙ্কট মোকাবিলা করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকারের কথা একটি নিবন্ধের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এই নিবন্ধের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির এই বিষয়ে অঙ্গীকারের কথা জানিয়েছেন। কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী শ্রী ভূপেন্দর যাদবের এক্স পোস্টের এক বার্তা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন:

"কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী শ্রী ভূপেন্দর যাদব, দিল্লি ঘোষণাপত্র অনুযায়ী জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত রাষ্ট্রগুলির পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যা ও সঙ্কট মোকাবিলা করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকারের কথা বিস্তারিত ভাবে জানিয়েছেন।"

রেল অবরোধের সমর্থনে কুড়মিদের বাইক মিছিল

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম: নিউজ সারাদিন : কুড়মিদের ST তালিকাভুক্ত করার দাবিতে ৩ রাজ্যে রেল অবরোধের সমর্থনে রবিবার খাঁড়বান্ধি অঞ্চলের নাদনগেড়িয়া , নিশ্চিন্তা,ভান্ডালবিলা সহ একাধিক গ্রামে বাইক মিছিল করল আদিবাসী কুড়মি সমাজ। উপস্থিত ছিলেন আদিবাসী কুড়মি সমাজের রাজ্য যুব সভাপতি তুহিন মাহাতো, আদিবাসী কুড়মি সমাজের পশ্চিম মেদিনীপুর

এরপর ৩ পাতায়

কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠে মদ গাঁজার বিরুদ্ধে

প্রতিবাদ, সচেতন স্বপন দত্ত বাউলের

সংবাদদাতা বীরভূম : নিউজ সারাদিন : কৌশিকী অমাবস্যায় তারা পিঠে , মহা শ্মশানে লাখো লাখো মানুষ দেখলো বাউল গানে অভিনব সমাজ সচেতন। খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমানের স্বপন দত্ত বাউল তারাপীঠে ছুটে এসে বাউল গানে গানে বলছেন মাদক জাত দ্রব্য মদ ও তামাক জাত দ্রব্য গাঁজা হেরোইন ফুটুস, আফিং সবই বিষে ভরা। মদ গাঁজার নেশায় বিভোর যারা সেই সব মানুষের শরীরকে কুঁড়ে কুঁড়ে খায় মদ গাঁজার বিষ, ক্যান্সারেতে অকালে মরণ হয়। তাই সুষ্ঠ সমাজ গঠনের লক্ষে মানুষকে বাঁচাতে এবং সকল তীর্থ স্থান কে মদ গাঁজার নেশা থেকে রক্ষা করতে পূর্ব বর্ধমান থেকে ছুটে এলেন স্বপন দত্ত বাউল । তিনি রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত শিল্পী রাষ্ট্রপতির উপহার দেওয়া একতারা বাজিয়ে বাউল গানে বলছেন তারাপীঠ মহা পিঠ, মহা শ্মশান যেখানে বামদেব সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, সেই পবিত্র পিঠ স্থানকে মদ গাঁজার নেশায় বুদ হয়ে কেউ কলুষিত করবেন না। কৌশিকী অমাবস্যায় তারা মায়ের ভক্ত বৃন্দরা বেশিরভাগই মদ গাঁজার নেশায় বিভোর হয়ে মহা শ্মশানে চিৎকার চেঁচামেচি করে , মুখে বাজে কথা বলে, মাতলাম করে নোকরামি করে মদ গাঁজার নেশায় অসভ্যতার রঙে রঙিন হয়ে যায় তারাপীঠ মহা শ্মশান। মদ গাঁজার নেশায় ঝালাপালা হয়ে তারামা মণে হয় মহা শ্মশানে আর জাগ্রত হন না। লোক কথিত আছে অমাবস্যার অন্ধকার রাতে আগে কার দিনে তারা মা মহা শ্মশানে ঘুড়ে বেড়াতেন নূপুর পায়ে। কিন্তু এখুন আর সেই নির্জন শ্মশান ও নেই আর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও নেই। এখুন তারা পীঠ মহা শ্মশানে লোকালয়ে ভরে গেছে, আলোয় ভরা, মদ গাঁজার নেশায় অত্যাচারে ভরা তাই আর অলৌকিক ঘটনা শোনা যায় না। নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতনের এমন মহতী উদ্যোগ দেখে আগত লাখো লাখো ভক্ত বৃন্দ মুগ্ধ। মাদক জাত দ্রব্য তামাক জাত দ্রব্য নেশার হাত থেকে তারাপীঠকে রক্ষা করতে নিজের লেখা সুরে বাউল গানে স্বপন দত্ত বাউলের চিন্তা ভাবনা কে অনেকেই সাধুবাদ জানালেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে স্বপন বাউল এর আগে সারা রাজ্যের জেলায় জেলায় মদ গাঁজা বর্জন এর ডাক দিয়েছেন প্রশংসা পেয়েছিলেন জন সমর্থন পেয়েছিলেন অনেক। পাশাপাশি তারাপীঠেও মদ গাঁজা মুক্ত করতে জনগণ ও সরকার , জেলা প্রশাসন কে সচেতন করেছিলেন। চারদিকে বিষ মদ কাণ্ডে বহু মানুষের মদ খেয়ে মৃত্যু হয়েছিল বিভিন্ন জেলায় জেলায় তখনও তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন মদ গাঁজা বিক্রির বিরুদ্ধে । বার বার বলেছেন বিহারে মদ বন্ধ বাংলায় কেন মদ বন্ধ হবে না। ২০২৩ কৌশিকী অমাবস্যায় তারা পিঠে মহা শ্মশানে আবার মদ গাঁজা বর্জনের ডাক দিলেন তারাপীঠ তীর্থ স্থান কে রক্ষা করার জন্য, ও মানুষকে বিষে ভরা মদ গাঁজার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য । আগত লাখো লাখো ভক্ত বৃন্দ কে, জেলা প্রশাসনকে, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকারকে সচেতন করলেন বাউল গানে, বাংলায় মদ গাঁজা বিক্রি বন্ধ হোক। সুষ্ঠ সমাজ গঠনের লক্ষে, দেশের যুব শক্তিকে আরো শক্তিশালী করতে জনগণের সুস্থ, সুরক্ষিত শান্তির জীবন পাওয়ার জন্য মদ গাঁজা বর্জন ও সরকার কে বিক্রি বন্ধ করতে হবে । তা না হলে দেশের যুব সমাজ মদ ও গাঁজা হেরোইনের নেশায় ডুবে সর্বনাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এতে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ব্যাহত হবে। লাখো লাখো ভক্ত বৃন্দ দের মাঝে মদ গাঁজার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও জনগনকে সরকারকে সচেতন করে প্রশংশা পেলেন , অনেকের মুখে শুধু একটাই কথা স্বপন দত্ত বাউলের মত এমন নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতনের বাউল শিল্পী এর আগে কখনো দেখিনি, সারা রাজ্যের জেলায় জেলায় যিনি সবসময় মানুষকে সমাজকে রক্ষা করতে , শান্তি সম্প্রীতি রক্ষায় একতারা কোল ডুগী নিয়ে গানে গানে ঘুড়ে বেড়াছেন পথে পথে।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

বিশ্ব সেবাশ্রম সংঘে উপস্থিত হলেন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনার অলোক রাজুরিয়া সঙ্গে ছিলেন নিউ ব্যারাকপুরের ওসি ও বিশ্ব সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী সমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পাদুকলা স্পর্শ করলেন অলোক রাজুরিয়া মহাশয়।

১-ম পাতার পর

আম্বেদকরের স্বপ্নকে পূরণ করতে নিরন্তর প্রয়াস চালাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

চালিয়ে যাচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী।তখন থেকেই তিনি সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন।

সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আম্বেদকরের লড়াই অনস্বীকার্য। সেই বিষয়টি অনুধাবন করে মোদী সরকার এমন কিছু প্রকল্প এনেছে যার সুবিধা সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছয়। জনধন বা মুদ্রা যোজনা এ সব লক্ষ্যেই করা। সমাজের প্রান্তিক মানুষের কাছে আধুনিক যুগের সুবিধা পৌঁছে দিয়ে তাঁদের উন্নয়নের আলোকে নিয়ে আসতেই মোদীর এই উদ্যোগ।বাবাসাহেব আম্বেদকরের শিল্পস্থাপন বিষয়ক দূরদর্শিতাও অনুপ্রাণিত করেছে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে। মন কি বাতের ৪২ তম এপিসোডে এই কথার উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই লক্ষ্যেই মেক ইন ইন্ডিয়ার পক্ষে সওয়াল করেন মোদী। এই লক্ষ্যে আম্বেদকরেরও লক্ষ্য বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী। শুধু শিল্পায়ন বা সামাজিক সুযোগ সুবিধা নয়। প্রান্তিক মানুষদের দৈনন্দিক পরিষেবা দিতেও ততপর মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার। মোদীর স্বপ্ন- দেশের কোনও প্রান্তে এমন বাড়ি থাকবে না যেখানে সন্ধ্যায় আলো জ্বলবে না। মূলত প্রান্তিক এবং গরিবদের ঘরেই বৈদ্যুতিক সংযোগের সমস্যা থাকে। সেই লক্ষ্যে সৌভাগ্য প্রকল্পও এনেছে মোদী সরকার। এই প্রকল্পের অধীনে প্রান্তিক মানুষের ঘরেও পৌঁছেছে আলোর রোশনি।

১-ম পাতার পর

অধিবেশনে কাউন্সিলরদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনায় তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ শুভেন্দু অধিকারীর

গতবছর যখন বিধানসভায় বিজেপি বিধায়করা বগটুই গণহত্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করেন, তখনও তৃণমূলের বিধায়করা এই পরিস্থিতি তৈরি করেন।" শুধু তাই নয় খেজুরি ব্লকে পঞ্চায়েত সমিতিতে স্থায়ী সমিতির নির্বাচনেও একই অবস্থা তৈরি হয় বলে মন্তব্য করেন বিরোধী দলনেতা।

শুভেন্দুর আক্রমণ, "আসলে যখনই দুর্নীতি নিয়ে কথা ওঠে তখনই তারা হিংস্র হয়ে ওঠে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার দম্ভে বিরোধীদের সাংবিধানিক অধিকারের কণ্ঠরোধ করা এদের অভ্যেসে পরিণত হয়েছে।" শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, কলকাতা পুরসভার চেয়ারপার্সন মালা রায় ও মেয়র ফিরহাদ হাকিমের উপস্থিতিতে বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ, বিজয় ওঝার উপরে যেভাবে 'আক্রমণ' হয়েছে তাতে কলকাতা কর্পোরেশনের দীর্ঘ গৌরবময় ইতিহাস কলুষিত হয়েছে। ঘটনাটিকে 'লজ্জাজনক' বলে মন্তব্য করেছিলেন শুভেন্দু।বিজেপি কাউন্সিলর মীনাদেবী পুরোহিত, সজল ঘোষ ও বিজয় ওঝা-দের আশ্বস্ত করে সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেন্দুর মন্তব্য, "গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে আমি ওঁদের পাশে আছি। দুর্নীতি, স্বজন-পোষণ ও একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলবে এবং আমরা সফল হব।"

খাস কলকাতায় বুলডোজার দিয়ে বিজেপি নেতার বাড়ির একাংশ ভেঙে দেওয়া হয়েছে, গত শনিবার পুরসভার অধিবেশনের শেষে এই অভিযোগ তুলে প্রশ্ন করেন বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ। তার উত্তরে মালা রায় জানান, অধিবেশনে এই নিয়ে আলোচনা করা যায় না। মালা রায়ের এই মন্তব্য ঘিরেই উত্তর-প্রত্যুত্তর পর্ব চলতে থাকে। উত্তর দেন বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ। একটা সময় বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন তৃণমূল কাউন্সিলর অসীম বসু ও বিজেপির সজল ঘোষ।

সাধারণ নির্বাচন নিয়ে আলোচকদের মধ্যে শুরু হয়েছে আলোচনা-সমালোচনা

মীনাক্ষী/মধুবালা : নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচন নিয়ে আলোকিত ব্যক্তিদের মধ্যে আলোচনার একটি রাউন্ড শুরু হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের বহু গণ-আন্দোলনের ধারক-বাহক প্রখ্যাত সমাজকর্মী অরবিন্দ পাঠকের সক্রিয়তার কারণে রাজনৈতিক আলোড়ন বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন পর গত এক সপ্তাহে অনেক সেলিব্রেটির সঙ্গে দেখা করেছেন তিনি। সব মতাদর্শের মানুষ এতে অন্তর্ভুক্ত।

যাইহোক, শ্রী পাঠক তার সক্রিয়তাকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে আলাদা বলে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে এটি তার সৌজন্য সাক্ষাৎ। অনেকদিন পর এই মানুষগুলোর সাথে দেখা। লখনউ, জয়পুর, ভোপাল এবং রায়পুর সহ আরও অনেক জায়গায় বুদ্ধিমান লোকদের সাথে দেখা করার একটি প্রোগ্রাম রয়েছে তার।

শ্রী পাঠক, যিনি অতীতে যুবকদের জন্য ক্ষমতায় ৫০ শতাংশ অংশীদারিত্ব, উপজাতীয় অধিকার রক্ষা, ছোট রাজ্য গঠন এবং সামাজিক উদ্বেগের জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন, এই সপ্তাহে সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে তার ঘনিষ্ঠ সমর্থকদের সাথে পরামর্শ করেছেন। তিনি সুপ্রিম কোর্ট এবং দিল্লির জেলা আদালতের অনেক সিনিয়র আইনজীবীর সাথে পৃথক আলোচনাও করেছেন।

বৃহস্পতিবার, শ্রী পাঠক সুপরিচিত শিক্ষাবিদ অধ্যাপক যোগেশ কুমারের সাথে দেখা করেন এবং মিথিলা, বিহার এবং দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেন। এই সময় অধ্যাপক কুমার বলেছিলেন যে মিথিলা এই ক্ষেত্রে একজন নেতা। শিক্ষার এখানে অনেক মহান ব্যক্তিত্ব এসেছেন। এই উপলক্ষে, শ্রী পাঠক তাকে মিথিলায় অবস্থিত মা জানকী এবং অন্যান্য দেব-দেবীর জন্মস্থান পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

শ্রী পাঠক পরে ডঃ সঞ্জয় শ্রীবাস্তব, হরিয়ানার মানব রচনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং নয়ডার জে.এস.এস-এর সাথে দেখা করেন। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অমরজিত সিং এর সাথেও দেখা করেন। এর আগে, শ্রী পাঠক কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রাক্তন মহাপরিচালক এবং NEET-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য অনেক বুদ্ধিমান লোকের সাথে সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করেছিলেন। এলএস

২ পাতার পর

অবশেষে রাজধানী এক্সপ্রেস মালদা হয়ে চলাচল করবে, টিকিট বুকিংর সূচনা হল

মালদা কেন্দ্রের সংসদ খগেন মুর্মু, বিধায়িকা শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী ও বিধায়ক গোপাল সাহা, পূর্ব রেলের মালদা বিভাগের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার বিকাশ চৌবে অতিরিক্ত ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার সহ রেলের বিভিন্ন আধিকারিকরা।

অনুষ্ঠানে ডি আর এম বিকাশ চৌবে জানান,২০৫০১ আগরতলা - আনন্দ বিহার তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস মালদা টাউন-ভাগলপুর হয়ে চলবে। আগামী ১৫-০১-২৪ তারিখে সোমবার আগরতলা থেকে বিকাল ৩-১০ যাত্রা শুরু করে ১৬-০১-২৪ মঙ্গলবার বেলা তিনটে মালদায় পৌঁছবে বুধবার আনন্দবিহার পৌঁছাবে সকাল১০:৫০ এবং ফিরতি যাত্রায় ২০৫০২ এদিন অর্থাৎ ১৭-০১-২৪ আনন্দ বিহার - আগরতলা তেজস রাজধানী যাত্রা শুরু করে বৃহস্পতিবার ১৮-০১-২৪ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪:২৫ এ মালদহে পৌঁছাবে এরপর শুক্রবার বেলা ৩:৪০ আগরতলা পৌঁছবে। উভয় যাত্রাপথেই মালদা টাউন স্টেশনে ট্রেন টি ১০ মিনিট করে দাঁড়াবে। এ ছাড়াও যাত্রার উভয় দিকেই এই ট্রেন থামবে আমবাসা, ধর্মনগর, নিউ করিমগঞ্জ, বদরপুর, হোজাই, গুয়াহাটি, রাঙ্গিয়া, বারপেটা রোড, নিউ জলপাইগুড়ি, মালদা টাউন, ভাগলপুর, জামালপুর, পাটনা, পেন্টা দীনদয়াল উপাধ্যায় জং এবং কানপুর সেন্ট্রাল স্টেশন। তিনি আরো জানান অত্যাধুনিক এলএইচবি রেক সহ এই তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনটিতে প্রথম এসি, দ্বিতীয় এসি,ও তৃতীয় এসি সহ মোট ৯৭২টি বার্থের ব্যবস্থা থাকবে। আরো জানা গেছে মালদা ডিভিশনের জন্য মোট ৫৪ টি আসন বরাদ্দ করা হয়েছে।

খগেন মুর্মু জানান, দীর্ঘদিন ধরে রাজধানী এক্সপ্রেসের মালদহে স্টপেজে দাবি ছিল। এ নিয়ে বিগত ২০১৯ সাল থেকে আমি রেলমন্ত্রীকে চিঠি করে চলেছি। অবশেষে রেলমন্ত্রী ওশ্বিনী বৈষ্ণবজি আগরতলা থেকে আনন্দ বিহার তেজস রাজধানী এক্সপ্রেসের রুট পরিবর্তন করে স্টপেজ মালদায় দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। এজন্য তিনি রেলমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। এছাড়াও তিনি রেলের মানচিত্রে মালদহকে তুলে ধরার জন্য গনি খান চৌধুরীর অবদানের কথা ও স্বীকার করেন। পাশাপাশি তিনি আরো জানান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে রেল মন্ত্রক পশ্চিমবঙ্গে রেলের উন্নয়নের জন্য ৫০,০০০ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করেছে। আগামী দিনে মালদহ থেকে দক্ষিণ ভারতে যাবার জন্য একটি ট্রেনের ব্যবস্থা করার জন্য তিনি চিঠি দিয়েছেন এবং দেখা করে মৌখিক ভাবে জানিয়েছেন বলেও তিনি জানান।

বিশ্বকর্মা জয়ন্তীতে দেশের শিল্পী ও কারিগরদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকর্মা জয়ন্তী উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে তিনি অভিবাদন জানিয়েছেন দেশের সেই সমস্ত শিল্পী ও কারিগরদের উদ্দেশে যাঁরা সমাজে তাঁদের উদ্ভাবন প্রচেষ্টাকে ব্যক্তিগত নিষ্ঠা, বুদ্ধি ও কঠোর শ্রমের মাধ্যমে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছেন। সমাজমাধ্যমে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী তাঁদের উদ্দেশে বলেছেন:

"ভগবান বিশ্বকর্মা জয়ন্তীতে আপনাদের সকল পরিবার-পরিজনকে জানাই অনেক অনেক অভিনন্দন। এই উপলক্ষে নিষ্ঠা, প্রতিভা ও পরিশ্রমের সাহায্যে সমাজে উদ্ভাবন প্রচেষ্টাকে আপনারা যেভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন সেজন্য সকল শিল্পী ও কারিগরদেরও আমি আন্তরিকভাবে অভিবাদন জানাই।"

বিশিষ্ট লেখিকা, চলচ্চিত্র নির্মাতা তথা প্রকৃতি প্রেমিক শ্রীমতী গীতা মেহতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নবীন পট্টনায়েকের বোন শ্রীমতী গীতা মেহতার প্রয়াণে গভীর শোক ও দুঃখপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। শ্রীমতী মেহতা ছিলেন একজন বিশিষ্ট লেখিকা। সমাজমাধ্যমে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন:

"বিশিষ্ট লেখিকা শ্রীমতী গীতা মেহতাজির মৃত্যুতে আমি শোকাহত। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। লেখালেখি এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতি তাঁর আবেগ ও আগ্রহের জন্য তিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন এক বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্ব। একইসঙ্গে প্রকৃতি ও জল সংরক্ষণ বিষয়েও তাঁর আগ্রহ ছিল গভীর। নবীন পট্টনায়েকজি এবং তাঁর সমগ্র পরিবারের এই শোকের মুহূর্তে আমি তাঁদের মতোই চিন্তিত ও মর্মাহত। ওঁ শান্তি!"

দিল্লি প্রদেশের সাংগঠনিক মন্ত্রী হলেন রাজেন্দ্র ঝা

এম কে মধুবালা : সাংবাদিক : নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : পণ্ডিত রাজেন্দ্র ঝাকে দিল্লি প্রদেশ ব্রাহ্মণ লোক সংগঠনের সাংগঠনিক মন্ত্রী করা হয়েছে। সংগঠনের জাতীয় সভাপতি অরবিন্দ পাঠক আজ এই নিয়োগ দেন। পণ্ডিত ঝা বছরের পর বছর ধরে সমাজের উন্নতির সঙ্গে যুক্ত। তার নিয়োগের জন্য জাতীয় সভাপতি শ্রী পাঠকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে পন্ডিত ঝা বলেছেন যে তিনি গত তিন দশক ধরে তাঁর সাথে যুক্ত আছেন। তিনি বলেন, তাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা যথাযথভাবে পালনের চেষ্টা করবেন।

২ পাতার পর

রেল অবরোধের সমর্থনে কুড়মিদের বাইক মিছিল

জেলা সভাপতি কমলেশ মাহাতো, আদিবাসী কুড়মি সমাজে ঝাড়গ্রাম জেলা যুব সভাপতি কল্যাণ মাহাতো সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। জানা গেছে আদিবাসী কুড়মি সমাজকে ST তালিকাভুক্ত করার দাবিতে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর তিন রাজ্যে লাগাতার রেল অবরোধের সমর্থনে এদিনের এই বাইক মিছিল হয়।

প্রামাণ্য নথি রয়েছে', লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস নিয়ে অভিষেককে আক্রমণ শুভেন্দুর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ই ডি দফতর থেকে বেরিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, মাইনাস টু হয়ে গেল। আবার ডাকলে মাইনাস ফোর হবে। অর্থাত তাঁর বিরুদ্ধে যে কোনও আর্থিক কেলেঙ্কারি করার প্রমাণ নেই সেটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস কোম্পানিতে বেআইনিভাবে আর্থিক লেনদেন হতো বলে আজ, রবিবার আবার অভিযোগ তুলেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আর কী জানা যাচ্ছে? এই কোম্পানির সঙ্গে যাঁরা যুক্ত-ডিরেক্টর, সিইও-সহ সকলের সম্পত্তির খতিয়ান তলব করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। এই কোম্পানির ডিরেক্টর পদে ছিলেন কালীঘাটের কাকু ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। যাকে গ্রেফতার করেছে ইডি। রবিবার নন্দীগ্রামে জানকিনাথ মন্দিরে পুজো দিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন

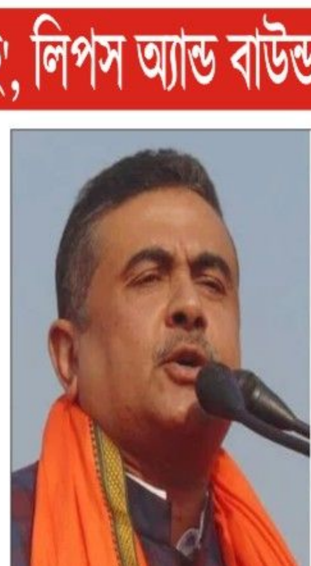

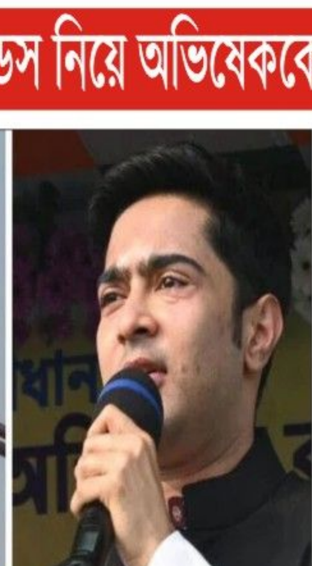

শুভেন্দু অধিকারী। তারপর রাজ্য সরকার এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একের পর এক আক্রমণ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফর নিয়েও কটাক্ষ করেন বিরোধী দলনেতা।

এমনকী তার প্রামাণ্য নথি রয়েছে বলেও দাবি করেন। তবে আশ্চর্যজনকভাবে এই ইস্যুতে তুলে আনলেন সিপিএমের প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম দেবের কথা। সুতরাং সিপিএমের সঙ্গে বিজেপির গোপন আঁতাত নিয়ে চর্চা শুরু হয়ে গেল।

ঠিক কী বলেছেন অভিষেক? এদিকে দু'দিন আগেই ইডি ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সেখান থেকে বেরিয়ে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার শীর্ষ পদে থাকার কথা স্বীকার করে নেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তবে তার আগে জনসভা থেকে বলেছিলেন ওই সংস্থা তাঁর। কিন্তু তাঁর কথায়, 'সংবাদমাধ্যম এমনভাবে দেখাচ্ছে যেন এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতির সব টাকা লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস কোম্পানিতে ঢুকেছে। ১০ পয়সা লেনদেনের প্রমাণ করে দেখান। লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে নিয়োগ দুর্নীতির কোনও টাকা ঢুকে থাকলে প্রমাণ দিন। এই কোম্পানির সঙ্গে নিয়োগ দুর্নীতির কোনও যোগাযোগ নেই।'ঠিক কী বলেছেন শুভেন্দু? কিন্তু শুভেন্দু অধিকারী আক্রমণ করতে ছাড়েননি। এদিন তিনি জানান, লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস নিয়ে অনেক আগে প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম দেব তুলে ধরেছিলেন। বিরোধী দলনেতা আজ বলেন, 'আমি অনেক নথি জমা দিয়েছি। ওই কোম্পানিতে জেট এয়ারওয়েজের টাকা ঢুকেছে। সুভাষ আগরওয়ালের হাত দিয়ে কয়লার টাকা ঢুকেছে। বৈদিক ভিলেজের মালিক দেড় কোটি টাকা ঢুকিয়েছে। এগুলির প্রামাণ্য নথি রয়েছে। কোম্পানির সঙ্গে জড়িতদের সম্পত্তির খতিয়ান আদালতে জমা দিতে বলা হয়েছে। জমা দিলেই অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ হবে।'

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৫৮ সংখ্যা ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সোমবার ৩১ ভাদ্র, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

কাশ্মীরের ঘন জঙ্গলে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান, ১০০ ঘণ্টা পরেও অব্যাহত গুলির লড়াই

জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে এনকাউন্টার পঞ্চম দিনে গড়িয়েছে। প্যারা কমান্ডো সহ হাজার হাজার সৈন্য গাদোলের ঘন জঙ্গলের গভীরে গুলির লড়াই চালাচ্ছে। জঙ্গল যুদ্ধে প্রশিক্ষিত, সন্ত্রাসবাদীরা সেনাবাহিনীর থেকে বাঁচতে এনকাউন্টারকে আরও দীর্ঘায়িত করতে কঠিন ভূখণ্ড এবং বনভূমি ব্যবহার করছে।সন্ত্রাসবাদীরা জঙ্গল এবং উচ্চ-উচ্চতার যুদ্ধে প্রশিক্ষিত এবং দীর্ঘ পথ চলার জন্য প্রস্তুত বলে মনে করা হচ্ছে। এই ধরনের কঠিন ভূখণ্ডে লজিস্টিক সেট আপ করতে অনেক সময় লাগতে পারে বলে সূত্র বলছে, এই ধরনের সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে মোকাবিলা করা অত্যন্ত কঠিন।

যদিও এই অঞ্চল জুড়ে শহর ও গ্রামে মোতায়েন নিরাপত্তা বাহিনী সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্যকারী ব্যবস্থাকে অনেকাংশে ভেঙে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। জম্মু প্রদেশের পুঞ্চ এবং রাজৌরি জেলায় সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে একই ধরনের নমুনা দেখা যাচ্ছে।

মে মাসে, সন্ত্রাসবাদীদের জোড়া আক্রমণে পাঁচ প্যারাট্রুপার সহ ১০ জন সৈন্য নিহত হয়েছিল। ব্যাপক সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান চালিয়েও পীর পাঞ্জালের ঘন জঙ্গলে হামলাকারীদের কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি।

২০২১ সালের অক্টোবরে, দুটি হামলায় নয়জন সৈন্য নিহত হওয়ার পরে সেনাবাহিনী পুঞ্চ-রাজৌরি বনে দীর্ঘতম সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের মধ্যে একটিতে নিযুক্ত হয়।১০০ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে চলতে থাকা মুখোমুখি সংঘর্ষ বুধবার শুরু হয়েছিল এবং সন্ত্রাসবাদীদের নিউট্রালাইজ করার প্রচেষ্টায় সেনাবাহিনীর দুইজন এবং একজন পুলিস সদস্য সহ তিনজন অফিসার নিহত হয়েছেন।

ভারী অস্ত্র সজ্জিত সন্ত্রাসবাদীরা, সংখ্যা দুই-তিনজন রয়েছেন বলে অনুমান করা হয়েছে। তারা ঘন জঙ্গল ও খাড়া পাহাড়ে কৌশলগতভাবে সুবিধাজনক স্থানে লুকিয়ে আছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে কাশ্মীরের নিরাপত্তা কাঠামোর সঙ্গে লড়াই করতে সন্ত্রাসবাদীরা একটি নতুন প্যাটার্ন ব্যবহার করছে।

এই ১০০ ঘন্টা, সৈন্যরা শত শত মোর্টার শেল এবং রকেট নিক্ষেপ করেছে এবং হাই-টেক সরঞ্জাম দিয়ে সন্দেহভাজন সন্ত্রাসবাদী আস্তানাগুলিকে আক্রমণ করেছে এবং উন্নত ড্রোন ব্যবহার করে সেই জায়গাগুলিতে বিস্ফোরক ফেলেছে।

সেনাবাহিনীর নর্দার্ন কমান্ডের প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী শনিবার এনকাউন্টার সাইট পরিদর্শন করেছেন। সেখানে সেনাবাহিনী কীভাবে সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে ড্রোন এবং ফায়ার পাওয়ার সহ উন্নত সরঞ্জাম ব্যবহার করছে সেই সম্পর্কে তাকে অবহিত করা হয়।গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতে সেনাবাহিনী ও পুলিসের যৌথ অভিযান শুরু হয়। এরপর পরের দিন সন্ত্রাসবাদীদের আস্তানায় যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। মনে করা হচ্ছে সন্ত্রাসবাদীরা এই পদক্ষেপের পূর্বাভাস পেয়েছিল। তারা একদিকে ঘন জঙ্গল এবং পাহাড় এবং অন্যদিকে একটি গভীর খাদের মধ্যে আটকে থাকা বাহিনীর উপর গুলি চালায়।

সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া, দুই সেনা অফিসার কর্নেল মনপ্রীত সিং এবং মেজর আশিস ধোনচাক, এবং ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিস হুমায়ুন ভাট এই অ্যাকশনে নিহত হন। আরও দুই সৈন্য আহত হয়েছে এবং অপর একজন নিখোঁজ রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

এরপরের ঘটনা আরও চ্যালেঞ্জিং ছিল। সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষ থেকে ভারী গুলি চালানোর ফলে আহতদের এবং অ্যাকশনে নিহত ব্যক্তিদের সরিয়ে নেওয়া একটি কাজটি কঠিন হয়ে ওঠে।

সেনাবাহিনীর আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে কিন্তু কোনও সন্ত্রাসবাদীকে নিউট্রালাইজ করা হয়েছে কিনা তা স্পষ্ট নয়।

ভারী গোলাগুলির মধ্যে, বনের একটি অংশেও গত বিকেলে আগুন লেহে যায়। কিন্তু অপ্রত্যাশিত বর্ষণের কারণে দ্রুত বন্ধও হয়ে যায়।

চন্দ্রবাবুই কেলেঙ্কারির মাস্টারমাইন্ড', প্রকাশ্য সভায় গুরুতর অভিযোগ জগনমোহনের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দক্ষতা উন্নয়ন কেলঙ্কারি মামলায় তেলেগু দেশম পার্টির প্রধান চন্দ্রবাবু নাইডুর গ্রেফতারি নিয়ে মুখ খুললেন অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডি। শনিবার (১৬ সেপ্টেম্বর), গোদাবরী জেলার নিদাদাভোলুর এক জনসভায় চন্দ্রবাবুকে এই দুর্নীতি মামলার মাস্টারমাইন্ড বলেছেন জগনমোহন।এদিকে, চন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে ওঠা এই অভিযোগ এবং তাঁর গ্রেফতারির বিরোধিতা রাজনৈতিকভাবে করা সিদ্ধান্ত নিয়েছে টিডিপি। তাদের দাবি, চন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে তোলা সকল অভিযোগ 'মিথ্যা'। তাঁকে 'অনৈতিকভাবে' গ্রেফতার করা হয়েছে। শনিবার, প্রতিবাদে টিডিপির পক্ষ থেকে রাজমুন্দ্রিতে একটি মোমবাতি মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। চন্দ্রবাবুর স্ত্রী এবং পুত্রবধূ সেই মোমবাতি মিছিলে অংশ নেন। ২০২৪-এ লোকসভা নির্বাচনের পাশাপাশি অন্ধ্র প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনও রয়েছে। তার আগে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজনীতিতে ঝড় তুলেছে টিডিপি প্রধানের গ্রেফতারি।তিনি অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন, অস্তিত্বহীন এক সংস্থার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে দেখিয়ে, ৩৭১ কোটি টাকা আত্মস্মাত করেছিলেন চন্দ্রবাবু। তার জন্যই তাঁকে কারাবন্দি করা হয়েছে। জগনমোহন বলেন, "সরকারি নিয়ম লঙ্ঘন করে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু এক অস্তিত্বহীন সংস্থার প্রচার করে একটি ভুয়ো চুক্তি করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত, প্রশ্নবিদ্ধ সংস্থা, সিমেন্স, এক লিখিত বিবৃতি জারি করে ৩৭১ কোটি টাকার লেনদেন ও চুক্তির সঙ্গে তাদের কোনও যোগাযোগ নেই বলে জানিয়েছে।"

তিনি আরও জানান, রাজ্যের তদন্তকারী সংস্থাগুলির পাশপাশি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটও এই কেলেঙ্কারি মামলার তদন্ত করেছে। বেশ কয়েকজন ব্যক্তি এই কেলেঙ্কারিতে জড়িত। তাদের জেরা করে এই ৩৭১ কোটি টাকার তহবিলের খোঁজ মেলে। সরকারি অর্থ অপব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি আরও জানান, তদন্তকারী সংস্থাগুলি বিভিন্ন আবশ্যক প্রমাণ ও নথি যাচাই করার পরই এই কেলেঙ্কারির মূল পরিকল্পনাকারীর পরিচয় জানা যায়। এই জাল চুক্তিতে চন্দ্রবাবু নাইডুর 'উল্লেখযোগ্য ভূমিকা' স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বর্তমানের আরও অভিযোগ, সরকারী আধিকারিকদের অনেকেই এই চুক্তির বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন। তাঁদের, এই চুক্তি মানতে বাধ্য করেছিলেন চন্দ্রবাবু। তিনি আরও জানান, ইডির তদন্তে জানা গিয়েছে, চুক্তির অর্থ কিছু ভুয়ো সংস্থাকে দেওয়া হয়েছিল। সেই তদন্তের সাপেক্ষে আরও কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সব প্রমাণই আঙুল তুলছে চন্দ্রবাবুর দিকেই। আয়কর বিভাগের তদন্তে চন্দ্রবাবু নাইডুর ব্যক্তিগত সহকারীর বেশ কিছু 'চ্যাট', পাওয়া গিয়েছে, যেগুলিও অপরাধের প্রমাণ বলে দাবি করেছেন জগনমোহন।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

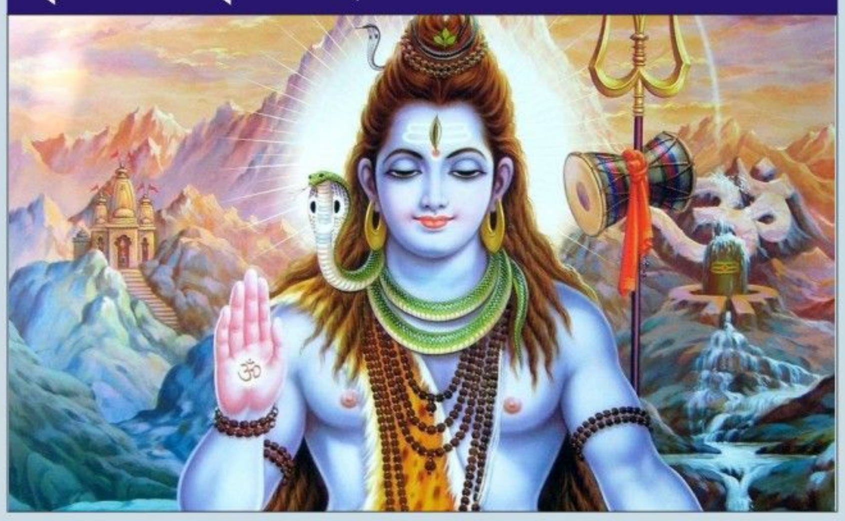

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ধর্মের গাজনে মুক্তির সহিত ধর্মের বিবাহ হয়। দুই বিবাহ-ই প্রচ্ছন্ন।' তবে বিজ্ঞানের মতবাদ অনুযায়ী কোনো বস্তু কিছু না থেকে সৃষ্টি হয়ে কিছু না তে শেষ হয়েছে। আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তু শিব থেকে এসেছে আবার সেটি শিবে মিশে যাবে। শিব গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করে। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বেদান্ত দর্শনের উৎস ও বিকাশ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(সপ্তম পর্ব)

পূর্বে-পশ্চিমে যে যার গতিপথে কলকল্লোলে বয়ে চলেছে। গার্গী, দানকারীরা যে প্রশংসিত ও হয়, দেবতারা যজমানের বা ভক্তের, পিতৃগণ দর্বী অর্থাৎ শ্রাদ্ধান্নের অনুগত হয়, তাও এই অক্ষরপুরুষের শাসনে।' (বৃহদারণ্যক-৩/৮/৯)।

অনন্ত এই অসীম গুণের আধার যে ব্রহ্ম, তাঁর স্বরূপ কী? লক্ষ্যণীয় হলো, বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মের কোন সদর্থক বর্ণনা নেই। যেমন- 'যাজ্ঞবল্ক্য বললেন- গার্গী, ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণেরা বলেন, ইনিই সেই অক্ষরপুরুষ, যার ক্ষয় নেই। সেই অক্ষরপুরুষের পরিচয় দিতে গিয়ে ব্রহ্মবিদেরা বলেছেন, তিনি স্থূল নন, সূক্ষ্ম নন, তিনি খর্ব নন, দীর্ঘ নন; তিনি লোহিত নন, তরল নন; ছায়া নন, অন্ধকার নন, বায়ু নন, আকাশও নন। তিনি অসঙ্গত-অরস- কোন কিছুতে আসক্ত নন, রসসিক্তও নন, গন্ধহীন- ঘ্রাণেন্দ্রিয় যার সন্ধান পায় না; চক্ষুহীন, শ্রোত্রেন্দ্রিয়হীন, মনহীন, তেজহীন, মুখহীন। তিনি অপরিমেয়, অন্তর-বাহির অর্থাৎ ভিতর-বার বলে তাঁর কিছু নেই। তিনি ভোক্তা নন আবার কারো ভোগ্যও নন।' (বৃহদারণ্যক-৩/৮/৮)।

কিন্তু সর্বব্যাপী যে অফুরন্ত সত্তা অস্তিত্ববান- সৎ বলে স্বীকার করা হয়, তাঁর বর্ণনা কেন এমন অভাবাত্মক হবে? এর উত্তর বৃহদারণ্যকেই দেয়া হয়েছে এভাবে- 'মহারজন-বাস্ত্র- হলুদে ছোপানো বস্ত্রের মতো পীতবর্ণ। 'পাণ্ডু-আবিকম্থ- আবিকম অর্থাৎ ভেড়ার লোমে তৈরি বস্ত্রের মতো পাণ্ডুরবর্ণ। 'ইন্দ্রগোপো'- ইন্দ্রগোপ কীটের মতো রক্তবর্ণ। 'যথা অগ্নিঃ অর্চিঃ'- অগ্নিশিখার মতো। 'যথা পুণ্ডরীকং'- শ্বেতপদ্মের মতো শুভ্র কান্তি। 'যথা সকৃৎ বিদ্যুত্তম্থ- একসঙ্গে অনেকগুলি বিদ্যুৎ চমকের মতো। যিনি সেই পুরুষকে এইভাবে জানেন, তিনি বিদ্যুৎ-ঝলকের মতোই শ্রী লাভ করেন। কিন্তু এতা কথা বলার পরেও কি তাঁর রূপ প্রকাশ করা গেলো? গেলো না। মন ভরলো না। শুরু হলো বিচার। একটা শব্দ, একটা ভাষা। পরক্ষণেই- না। আবার একটা শব্দ, একটা ভাষা। আবার- না (না+ইতি=নেতি)। বললো 'নেতি' 'নেতি' বিচার। শেষে, সিদ্ধান্তে হলো- ইনিই শ্রেষ্ঠ। এঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই। কিন্তু কোনঅভিধায় তা প্রকাশ করা যাবে। বলা হলো- ইনি সত্যের সত্য'। প্রাণসমূহ সত্য। ইনি সেই সত্য প্রাণসমূহ থেকেও সত্য।' (বৃহদারণ্যক-২/৩/৬)।

তবে এ প্রেক্ষিতে পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের উক্তিটিও প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয়- 'প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসীগণ মনে করতেন যে, কৃপা, ক্ষমা, প্রভৃতি ভাবাত্মক গুণে গুণী পুরুষগণই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন কারণ ঈশ্বরও ঐরূপ গুণযুক্ত; কিন্তু মানুষ তখন শ্রদ্ধা থেকে অগ্রসর হয়ে বুদ্ধির রাজ্যে প্রবেশ করেছিল, কাজেই তাদের বোঝানোর জন্য এবং যুক্তির পথ থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য ব্রহ্মকে অভাবাত্মক বলে প্রচার করাই উপযোগী বলে মনে করা হলো।'- (দর্শন-দিগদর্শন-২, পৃষ্ঠা-৩৪)।

কিন্তু উপনিষদীয় ভাবনা-ধারায় এই জগত ব্রহ্ম থেকে বিচ্ছিন্ন নয় এরূপ বেদাশ্রিত চিন্তাধারার উত্তরাধিকার হিসেবে উপনিষদকে পাশাপাশি এটাও মনে রাখতে হয়েছে যে, ব্রহ্মময় এই দৃশ্যমান জগতেরও একটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা রয়েছে। ফলে এক অদ্ভুত সমন্বয়-প্রচেষ্টাও উপনিষদে পরিলক্ষিত হয়। তাই বলা হচ্ছে, এই মহাবিশ্বে, এই ব্রহ্মাণ্ডে, এই দেহভাণ্ডে, যেখানে যা কিছু আছে ইন্দ্রিয়ের গোচরে, ইন্দ্রিয়ের অগোচরে; যা কিছু আছে প্রকট-অপ্রকট অবস্থায়, কোন কিছুই মিথ্যা নয়, অলীক নয়। সব সত্য। একই ব্রহ্ম দুটি রূপে বিরাজ করছেন সর্বত্র। এই দুটি রূপই সত্য। সত্যই ব্রহ্ম; ব্রহ্মই সত্য। সেই দ্বৈতরূপের মধ্যে অদ্বৈতরূপের সমন্বয়ক-চিন্তাটিই দেখা যায় বৃহদারণ্যকে- ওব্রহ্মের দুটি রূপ। একটি 'মূর্ত' অপরটি 'অমূর্ত'। একটি 'সৎ' (সত্তাবান, ব্যক্ত) অপরটি 'ত্যৎ' (সত্তাহীন, অব্যক্ত)।' (বৃহদারণ্যক-২/৩/১)।

ছান্দোগ্য উপনিষদ

বৃহদারণ্যকের ন্যায় ছান্দোগ্য উপনিষদও (ন্যুনতম ৭০০ খ্রীষ্টপূর্ব) প্রাচীন ও যুগসন্ধিক্ষণের প্রথমকালের উপনিষদ হিসেবে তাতেও যজ্ঞীয় কর্মকাণ্ডের প্রশংসা রয়েছে। যেমন- 'ধর্মের বিভাগ তিনটি। প্রথম- যজ্ঞ, বেদ-অধ্যয়ন, দান। দ্বিতীয়- তপস্যা। তৃতীয়- যতদিন দেহ ক্ষয় না হচ্ছে ততদিন অর্থাৎ যাবজ্জীবন গুরুকুলে বাস করে নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রহ্মচর্য পালন। যারা তা করে তারা পুণ্যলোকগামী হয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়ে তারা অমৃতত্ব লাভ করে।' (ছান্দোগ্য-২/২৩/১)।

ছান্দোগ্য বৃহদারণ্যকেরও পূর্ববর্তী উপনিষদ। ছন্দ শব্দের অর্থ হলো বেদগান। যাঁরা বেদগানে পারদর্শী, তাঁদের বলা হয় 'ছন্দোগ'। এই ছন্দোগদের শাস্ত্রকে বলে 'ছান্দোগ্য'। গানের মাধ্যমে যে বেদ পাঠ করা হয়, তা হলো সামবেদ। কিন্তু সমগ্র সামবেদই ছান্দোগ্য নয়। বৈশম্পায়ন ঋষির ন'জন শিষ্যের মধ্যে একজনের নাম ছিলো তাণ্ড্য। তিনি সামবেদের একটি শাখা তাণ্ড্য শাখার প্রবর্তক। এই শাখারই অন্তর্গত একটি ব্রাহ্মণের নাম ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ। সেই ব্রাহ্মণে আছে দশটি প্রপাঠক বা অধ্যায়। তার শেষ আটটি অধ্যায় নিয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদ- যার শুরু ব্রহ্মবাচী অক্ষরপুরুষ 'ওঁ' (ওম)। এই প্রসঙ্গে ঋষি অরবিন্দ লিখেছেন- 'ছান্দোগ্যের এই আরম্ভ থেকে বোঝা যায় যে, তার উদ্দেশ্য হল ব্রহ্মের জন্য সমগ্র আত্মনিয়োগ করবার যথাযথ ও সম্পূর্ণ পথনির্দেশ করা এবং তার উপযোগী সব মনোভাব ও তার সব উপায় স্পষ্ট করে বলা। বিষয়বস্তু ব্রহ্মা, কিন্তু বেদের পুণ্য অক্ষর ওঁ (ওম্) যার প্রতীক, সেই ব্রহ্ম। সুতরাং তার প্রতিপাদ্য কেবলমাত্র সর্বময় শুদ্ধসৎ নয়, আত্মার সব অংশ বা কলা- ভূর্ভুবঃ স্বঃ, জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তি, ব্যক্ত-অর্ধব্যক্ত-নিগূঢ়, সব বিভাবই তার বর্ণনীয়, সেসব লোক অধিকার করা, ভোগ করা এবং অতিক্রম করে যাবার ঠিক পথ নির্দেশ করাও ছান্দোগ্যের উদ্দেশ্য।'- (সূত্রঃ উপনিষদ সংগ্রহ, সংকলন ও ভাষান্তর চিত্তরঞ্জন ঘোষাল, পৃষ্ঠা-৩৬৭)

ছান্দোগ্য উপনিষদের শুরুটা হলো এভাবে-'ওম এই অক্ষরকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করবে। কারণ প্রথমে ওম উচ্চারণ করে পরে উদ-গান করা হয়। (ওঁ বা ওম হলো পুরুষোত্তম অক্ষর-অক্ষরপুরুষ। উপনিষদের ঋষি প্রথমেই উদ-গীথের উপাসনা করতে বলেছেন। উদ-গীথ হলো সামবেদের একটি অংশ বা সামগানের একটি অবয়ব। উদ-গীথ গানে প্রথমেই উচ্চারণ করতে হয় ওঙ্কার। অর্থাৎ গানের শুরুতেই ওঙ্কারের উচ্চারণ, তার পর গীত। ওঙ্কার এই শব্দের মধ্যেই ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি; ওঙ্কার এই ধ্বনির মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভাসিত। উপনিষদের ঋষিমাত্রেই এই রহস্যেও দ্বার উদ্ঘাটনে তৎপর হয়েছেন।)' (ছান্দোগ্য-১/১/১)।

ছান্দোগ্যের প্রধান দার্শনিক উদ্দালক আরুণি (গৌতম) ছিলেন যাজ্ঞবল্ক্যের গুরু। বেশ কিছু কাহিনী এবং আখ্যায়িকায়, সেই সঙ্গে কথোপকথনের আঙ্গিকে এই উপনিষদটি সুসমৃদ্ধ। যেমন, চাক্রায়ণ-উষস্তির কাহিনী, কুকুরের সামগান, দেবকী-পুত্র কৃষ্ণকে ঘোর আঙ্গিরস ঋষির তত্ত্ব-উপদেশ, জানশ্রুতি-পৌত্রায়ণ ও শকট-চালক রৈক্কের আখ্যায়িকা, সত্যকাম-জাবালার আখ্যায়িকা, উপকোশলের কাহিনী, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে বিবাদ এবং প্রাণের শ্রেষ্ঠত্বের কাহিনী, শ্বেতকেতু-প্রবাহণ সংবাদ, অশ্বপতি-ষড়ব্রাহ্মণ সংবাদ, আরুণি-শ্বেতকেতুর কাহিনী, প্রজাপতি-ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদ ইত্যাদি। তবে কোন কাহিনীই কেবলমাত্র গল্পকথা নয়, সবকটি আখ্যায়িকাই প্রতীকধর্মী। সবিশেষ বিদ্যা বা তত্ত্বকে সাধারণে বোধগম্য করার জন্যই উপনিষদের ঋষি এইসব কাহিনী বা আখ্যায়িকার মাধ্যম গ্রহণ করেছেন বলে মনে করা হয়।

প্রথম দুই অধ্যায় ব্রাহ্মণ অংশ থেকেই পুষ্ট হয়েছে। উপনিষদের সামগান এবং 'ওম্ব-এর মহিমা এতে কীর্তিত হয়েছে। তবে প্রথম অধ্যায়ের দ্বাদশ খণ্ডে, কারো কারো মতে, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যে পুরোহিতগণ সামগান করেন তাঁদের সম্পর্কে একটা পরিহাস করা হয়েছে কুকুরের সামগান আখ্যায়িকার মাধ্যমে। যদিও উপনিষদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় কুকুরকে প্রাণের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে দেখা যায়, পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের ব্যাখ্যায়- 'ঋক দালভ্য বা গ্লাব মৈত্রেয়

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

ওটিটিতে রেকর্ড মূল্যে বিক্রি হল শাহরুখের 'জাওয়ান'

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বক্স অফিসে একের পর এক রেকর্ড ভাঙছে শাহরুখ খানের 'জাওয়ান'। ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে এবার সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রি হয়েছে জাওয়ান সিনেমার স্বত্ব। নভেম্বর মাস থেকেই ওটিটি প্ল্যাটফর্মে সিনেমাটি দেখা যাবে। মুক্তির আগে থেকেই সিনেমাটির ওটিটি স্বত্ব কেনার জন্য লড়াই করছিলেন বেশ কয়েকটি ওটিটি জায়ান্ট। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, এই লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছে নেটফ্লিক্সের। জানা গেছে, ২৫০ কোটি রুপিতে সিনেমাটির ওটিটি স্বত্ব কিনেছে নেটফ্লিক্স। যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৩৩০ কোটি। এটিই বলিউড সিনেমার ইতিহাসে সর্বোচ্চ এবং ভারতীয় সিনেমায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মূল্য। এর আগে প্যান ইন্ডিয়া সিনেমা 'কেজিএফ ২' সিনেমাটি অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও কিনেছিল ৩২০ কোটি রুপিতে।

যদিও সিনেমাটি মুক্তির বিষয়ে এখনও কোনো অফিসিয়াল ঘোষণা দেয়নি নেটফ্লিক্স। সাধারণত ভারতীয় সিনেমা মুক্তির ২ মাস পরই ওটিটিতে মুক্তি পায়। এ যেন অলিখিত নিয়ম হয়ে গেছে। বক্স অফিসে যেভাবে ঝড় তুলেছে শাহরুখ খান, সেই ঝড় চলতে থাকলে পেছাতে পারে 'জাওয়ান'র ওটিটি মুক্তি।

উল্লেখ্য, গত ৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বজুড়ে মুক্তি পেয়েছে শাহরুখ খানের 'জাওয়ান'। ৬ দিনে ৬০০ কোটি রুপি ঘরে তুলেছে সিনেমাটি। যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৮০০ কোটি রুপি। ভারতে এখন পর্যন্ত ৩৫০ কোটি রুপি আয় করেছে সিনেমাটি। ভারতে শেষ দুই দিন আয়ে একটু ভাটা পড়লেও দেশের বাইরে ঠিকই অর্থ তুলে নিচ্ছে ৩০০ কোটি রুপি বাজেটের 'জাওয়ান'।

অনন্যা পাণ্ডের বাগদান!

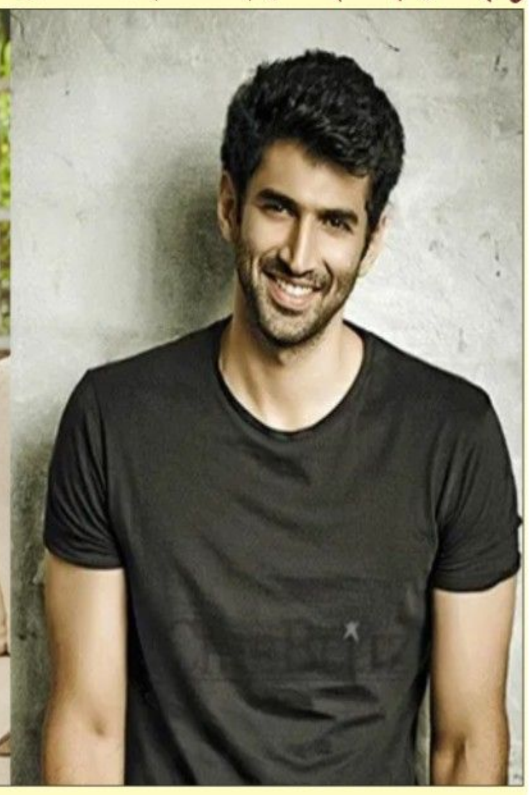

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : প্রেমের গুঞ্জন শেষ না হতেই এবার শোনা গেল নতুন খবর। আগামী বছরেই বাগদান হতে যাচ্ছে বলিউড তারকা অনন্যা পাণ্ডের! তবে পাত্র অভিনেতা আদিত্য রায় কাপুর কিনা, সে বিষয়ে এখনও খোলাসা করেননি অনন্যার পরিবারের সদস্যরা। যদিও মেয়ের বিয়ে নিয়ে অভিনেত্রীর বাবা অভিনেতা চাঙ্কি পাণ্ডের তরফ থেকে এখনও কোনো ঘোষণা আসেনি।

তবে মেয়ের বিয়ে নিয়ে তিনি এখনই ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছেন এমন খবর প্রকাশ করেছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো। বাগদানের আভাস অনন্যার ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে পাওয়া গেছে বলেও সংবাদ মাধ্যমগুলোর দাবি।

এদিকে বেশ কিছুদিন ধরে বলিউডের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে আদিত্য রায় কাপুর ও অনন্যা পাণ্ডের প্রেমের গুঞ্জন। দেশের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ছাড়া বিদেশেও একসঙ্গে তাদের ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে। তবে প্রেমের বিষয়ে দুই তারকার কেউই এখনও মুখ খোলেননি। এর আগেও বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খানের সঙ্গে অনন্যার প্রেমের গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। সেই গুঞ্জন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

'ওর নজর সব সময় মাধুরীর দিকেই থাকত'

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি ৩০ বছরে পা রাখল সুভাষ ঘাই পরিচালিত 'খলনায়ক' ছবিটি। সেই উপলক্ষে মুম্বইয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। পরিচালক-সহ সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সঞ্জয় দত্ত এবং জ্যাকি শ্রফ। ছিলেন না শুধুমাত্র 'খলনায়ক'-এর নায়িকা মাধুরী দীক্ষিত। সে সুযোগেই সঞ্জয়-মাধুরীকে নিয়ে মন্তব্য করে বসেন সুভাষ।

সুভাষ বলেন, 'সঞ্জয় বার বার বলত 'খলনায়ক' ছবি ভালই ব্যবসা করবে। আমায় এই কথা বলত ঠিকই, কিন্তু ওর নজর সব সময় মাধুরীর দিকেই থাকত।' সুভাষের এমন মন্তব্য শুনে অবাক হয়ে যান সঞ্জয়। কিন্তু হাসির ছলে তা উড়িয়েও দেন।

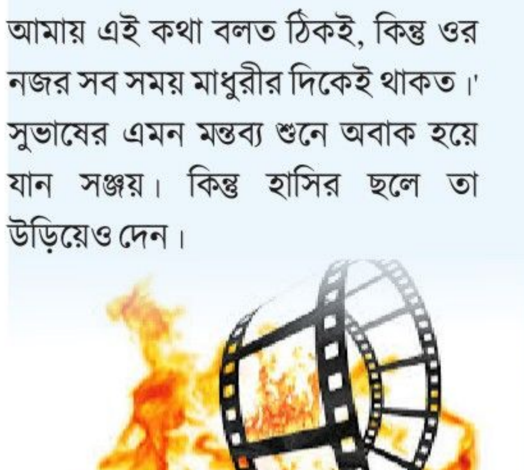

নব্বইয়ের দশকে সঞ্জয়ের সঙ্গে মাধুরীর জুটি দর্শকের পছন্দের ছিল। 'সাজন', 'থানেদার' এবং 'খলনায়ক'-এর মতো একাধিক হিট ছবি উপহার দিয়েছিলেন সঞ্জয়-মাধুরী জুটি। কিন্তু ক্যামেরার এ পারেও দুই তারকার প্রেমের সম্পর্ক দানা বেঁধেছিল। তা নিয়ে এখনও বলিপাড়ায় চর্চা হয় বিস্তর।

১৯৯১ সালে 'সাজন' ছবি মুক্তির পরেই বলিপাড়ায় সঞ্জয় এবং মাধুরীর সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। মাধুরীর সঙ্গে যখন সঞ্জয়ের আলাপ হয় তখন অভিনেতা বিবাহিত। রিচা শর্মাকে বিয়ে করেছিলেন সঞ্জয়।

বলিপাড়ায় কানাঘুষো শোনা যায়, মাধুরীর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন সঞ্জয়। মাধুরীকে বিয়ে করবেন বলেও নাকি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন অভিনেতা।

বলিপাড়ার একাংশের দাবি, আমেরিকায় চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন রিচা। সে সময় তিনি জানতে পারেন যে সঞ্জয় তার সঙ্গে বিচ্ছেদের চিন্তাভাবনা করছেন। জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে আবার মুম্বই ফিরে আসেন।

মুম্বইয়ে ফিরে এক সাক্ষাৎকারে রিচা জানান, সঞ্জয় তার সঙ্গে বিচ্ছেদ চান না। ভুল বোঝাবুঝি এবং দূরত্বের কারণে তাদের দু'জনের সম্পর্কে প্রভাব পড়েছে। কিন্তু ১৫ দিন পরে আবার আমেরিকায় চলে যান তিনি।

আরেক সাক্ষাৎকারে রিচা দাবি করেছিলেন, তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেননি সঞ্জয়। তাদের দু'জনের মাঝে তৃতীয় ব্যক্তি ঢুকে পড়েছিলেন বলেই সম্পর্কে চিড় ধরে। রিচার বোন এনা শর্মা যদিও সঞ্জয় এবং রিচার সম্পর্ক ভাঙনের কারণ হিসাবে দায়ী করেন মাধুরীকে। ১৯৯২ সালে এক পত্রিকাকে দেয়া সাক্ষাৎকারে এই দাবি করেন তিনি।

যদিও রিচার সঙ্গে সঞ্জয়ের আইনি বিচ্ছেদের সুযোগ হয়নি। ১৯৯৬ সালে ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান রিচা। মাধুরীর সঙ্গেও সঞ্জয়ের সম্পর্ক বেশি দিন টেকেনি। ১৯৯৩ সালে সঞ্জয় যখন জেলবন্দি হন, সে সময় অভিনেতার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করে ফেলেন মাধুরী। হেফাজতে থাকাকালীন সঞ্জয়ের সঙ্গে দেখাও করতে যাননি অভিনেত্রী।

১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে কম সময়ের জন্য জামিনে ছাড়া পান সঞ্জয়। মাধুরীর সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে তখন মুখ খোলেন অভিনেতা। সঞ্জয় জানান, মাধুরী শুধুমাত্র তার সহ-অভিনেত্রী এবং ভাল বন্ধু।

সঞ্জয় বলেন, 'আমার আর মাধুরীর সম্পর্ক নিয়ে নানা রকম কথা রটেছে। আমি তার জন্য দুঃখিত। মাধুরীর কাছে আমি এ বিষয়ে ক্ষমাও চেয়েছি। আমরা দু'জন শুধুমাত্র ভাল বন্ধু।'

'শোলে' সিনেমার অভিনেতা বীরবল মারা গেছেন

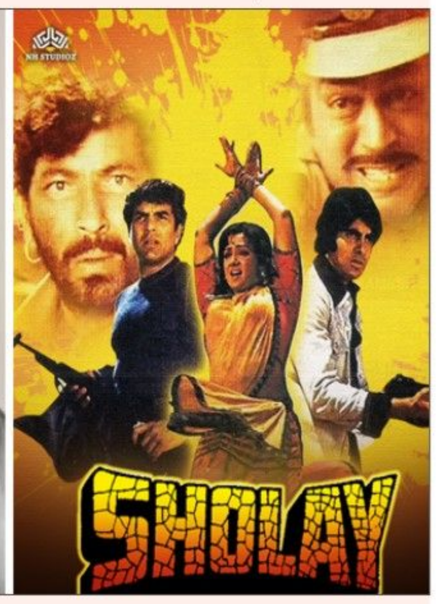

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড শোলে সিনেমা খ্যাত অভিনেতা সতিন্দর কুমার খোসলা মারা গেছেন। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে বীরবল খোসলা নামেই পরিচিত ছিলেন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

১২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার তার মৃত্যু হয় বলে অভিনেতার পরিবারের বরাত দিয়ে জানিয়েছে। সতিন্দর কোকিলাবেন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, সেখানেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে তার। আজ এ অভিনেতার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

১৯৩৮ সালের ২৮ অক্টোবর ব্রিটিশ ভারতে পঞ্জাবের গুরুদাসপুরে জন্মগ্রহণ করেন সতিন্দর কুমার খোসলা। বীরবল খোসলা ১৯৬৬ সালে 'দো বন্ধন' ছবির হাত ধরে বলিউডে পা রাখেন।

শোলে (১৯৭৫) মেরা নাম জোকার (১৯৭০) ছবিতে অভিনয়ের জন্য পরিচিতি পেয়েছিলেন বীরবর খোসলা। 'রোটি কাপড়া অউর মাকান', 'ক্রান্তি', 'অনুরোধ', 'আনজাম', 'ফির কাভি', 'সাদমা', 'দিল', 'হাম হ্যায় রাহি প্যায়ার কে', 'ফির কাভি' সহ ৫০০টিরও বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি।

ইউরো বাছাই:

ফ্রাত্তেসির জোড়া গোলে জিতলো ইতালি

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ইউরো বাছাইপর্বের ম্যাচে মঙ্গলবার রাতে জয় পেয়েছে ইতালি। ঘরের মাঠে তারা ২-১ গোলে হারিয়েছে ইউক্রেনকে। ইতালির হয়ে দুটি গোলই করেছেন তরুণ তুর্কি ডেভিড ফ্রাত্তেসি।

এদিন ম্যাচের ১২ মিনিটেই এগিয়ে যায় ইতালি। এ সময় বক্সের মধ্যে সতীর্থ মাত্তিয়া জাক্কাগনির বাড়িয়ে দেওয়া বল পেয়ে গোল করেন ফ্রাত্তেসি। ৩০ মিনিটের মাথায় নিজের জোড়া গোল পূর্ণ করেন ২৩ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার। খুব কাছ থেকে ঠাণ্ডা মাথার শটে বল জালে জড়ান তিনি। অবশ্য প্রথমার্ধের বিরতিতে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে ইউক্রেনের অ্যান্দ্রি ইয়ারমোলেনকো গোল করে ব্যবধান কমান। বিরতির পর অবশ্য আর কোনো গোল হয়নি। তাতে ২-১ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে নতুন কোচ লুসিয়ানো স্পালেত্তির শিষ্যরা।

এই জয়ে ইউক্রেনকে পেছনে ফেলে 'সি' গ্রুপের পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে ইতালি। ৪ ম্যাচের ২টিতে জিতে, ১টিতে ড্র করে ও ১টিতে হেরে ৭ পয়েন্ট ও +২ গোল গড় নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে ইতালি। অন্যদিকে ৫ ম্যাচের ২টিতে জিতে, ১টিতে ড্র করে ও ২টিতে হেরে -১ গোল গড় ও ৭ পয়েন্ট নিয়ে ইউক্রেন আছে তৃতীয় স্থানে। সমান পয়েন্ট নিয়ে নর্থ মেসিডোনিয়া আছে চতুর্থ স্থানে। যারা আগের ম্যাচে ইতালিকে রুখে দিয়েছিল ১-১ গোলে।

স্পেনের গোল উৎসব

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ২০২৪ ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাইয়ে খুব বেশি বেগ পেতে হচ্ছে না স্পেনের। সাইপ্রাসের জালেও গোল উৎসব করেছে তারা, জিতেছে ৬-০ গোলে।

আগের ম্যাচেও স্প্যানিশরা জর্জিয়াকে রীতিমতো বিধ্বস্ত করেছিল। ৭-১ গোলের বড় জয় পায় স্প্যানিয়ার্ডরা। সেই সুখস্মৃতি নিয়ে সাবেক ইউরো চ্যাম্পিয়নরা ঘরের মাঠ গ্রানাডায় সাইপ্রাসের বিপক্ষে খেলতে নেমেছিল। পুরো ম্যাচজুড়ে তাদের কাছে পাত্তাই পায়নি সফরকারী সাইপ্রাস। প্রথমার্ধেই দুইবার জালে বল জড়িয়েছিল স্পেন, বিরতির পর গুনে গুনে তারা আরও চার গোল করে।

জর্জিয়ার বিপক্ষে সবচেয়ে কম বয়সী স্প্যানিশ ফুটবলার হিসেবে অভিষেক হয়েছিল লামিনে ইয়ামালের। ১৬ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড সেদিন গোলও করেছিলেন। সাইপ্রাসের বিপক্ষেও নিজের দারুণ প্রতিভা দেখিয়েছেন ইয়ামাল। তবে ম্যাচে গোল পাননি তিনি। স্প্যানিশদের বড় জয়ে জোড়া গোল করেছেন ফেররান তোরেস। এছাড়া গাভি, মিকেল মিরেনো, হোসেলো এবং অ্যালেক্স বায়েনা একটি করে গোল করেছেন।

গ্রুপ 'এ'তে থাকা স্প্যানিশদের এই জয়ে টেবিলের দুইয়ে তুলে দিয়েছে। ৪ ম্যাচে ৩ জয়ে তাদের পয়েন্ট ৯। বিপরীতে ৫ ম্যাচে ৫ জয়ে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে অবস্থান স্কটল্যান্ডের।

টেনিস তারকা সিমোনাকে ৪ বছরের নিষেধাজ্ঞা

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : মাদকাসক্তির কারণে দুদিন আগে 'অস্থায়ীভাবে' নিষিদ্ধ হয়েছেন ফরাসি বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার পল পগবা। এবার একই অপরাধে চার বছরের নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়লেন দুই বারের গ্র্যান্ড-স্ল্যামজয়ী টেনিস তারকা সিমোনা হালেপ। সিমোনা মেয়েদের টেনিস র‍্যাংকিংয়ে সাবেক ১ নম্বর খেলোয়াড়। গতকাল মঙ্গলবার ইন্টারন্যাশনাল টেনিস ইনেটগ্রিটি এজেন্সি (আইটিআইএ) নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তারা জানায়, ৩১ বছর বয়সী রোমানিয়ান তারকা 'ইচ্ছাকৃতভাবে' ডোপিং-বিরোধী নীতিমালা ভেঙেছেন। খেলাধুলায় নিষিদ্ধ উপাদান রোক্সাডাস্টট্যাট নেওয়ায় গত বছর ডোপ পরীক্ষায় পজিটিভ হয়েছিলেন হালেপ। গত মে মাসে তিনি অন্য একটি ডোপিং নীতিমালা ভাঙার দায়েও অভিযুক্ত হন, যে কারণে তার 'বায়োলজিক্যাল অ্যাথলেট পাসপোর্টে' অনিয়ম ধরা পড়েছিল।

উল্লেখ্য, এর আগে ২০২৩ সালের অক্টোবরে প্রাথমিকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল হালেপকে।

বলিভিয়ার বিপক্ষে খেলেননি কেন মেসি?

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপ বাছাইয়ে বলিভিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার স্কোয়াডে ছিলেন না দলের সবচেয়ে বড় তারকা লিওনেল মেসি। তবে মেসিকে ছাড়াই জয় তুলে নিল স্ক্যালোনির শিষ্যরা। এনজো ফার্নান্দেজ, নিকোলাস তালিয়াফিকো এবং নিকোলাস গনসালেসের গোলে গতকাল (মঙ্গলবার) রাতে বলিভিয়াকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। এদিন কেবল একাদশেই নয়, স্কোয়াডেও ছিলেন না আর্জেন্টাইন মহাতারকা। তাই তিনি চোটে পড়েছেন কিনা এবং তার মাত্রা কতটা তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়।

এই ম্যাচে আর্জেন্টাইন মহাতারকা মেসির না থাকা নিয়ে শুরু হয় নানা গুঞ্জন। তিনি চোটে পড়েছেন কিনা এবং তার মাত্রা কতটা তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। অবশ্য ম্যাচ শেষে তার উত্তর দিয়েছেন কোচ স্কালোনি, 'খেলার জন্য প্রস্তুত ছিল না লিও (মেসি)। তাই আমরা ওকে নিয়ে ঝুঁকি নিইনি। গতকাল সে ফিট হওয়ার চেষ্টা করেছে, তবে পুরোপুরি স্বস্তিতে ছিল না। আর ওকে এই ম্যাচে খেলানোর দরকার ছিল না, কারণ, সামনে আরও গুরুত্বপূর্ণ সময় আসছে। এই জায়গাটা অনেক কঠিন ছিল। এমনকি মাঠে নামলেও ওর ক্ষতি হতে পারত।'

এর আগের ম্যাচ শেষে মেসি নিজেই সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন তাকে ৮৯ মিনিটে তুলে নেওয়ার কারণ, 'একটু ক্লান্ত ছিলাম। তবে সম্ভবত ম্যাচ থেকে উঠে আসার এটাই শেষ ঘটনা হবে না। এমনিতে ভালোই অনুভব করেছি। ম্যাচটা কঠিন ছিল। শারীরিকভাবেও লড়তে হয়েছে।'

লাপাজের সাড়ে ৩ হাজার মিটার উচ্চতায় আগেরদিনও অস্বস্তির কথা জানিয়েছিলেন এমিলিয়ানো মার্টিনেজরা। তাই তো ভিন্ন কৌশলে এদিন শিষ্যদের নামিয়ে ছিলেন স্কালোনি। প্রতিপক্ষ বলিভিয়ার ওপর তেমন চাপ প্রয়োগ করেননি তার শিষ্যরা, তবে সুযোগ বুঝে ঠিকই গোলের সুযোগ তৈরি করেছিলেন। যা কাজে লাগানোয় তিনবার তারা দেখাও পান জালের।

১১৮ কোটি টাকায়

ফ্লোরিডায় বাড়ি কিনলেন মেসি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : লিওনেল মেসি গত জুলাইয়ে পিএসজি ছেড়ে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেন। তবে এতদিন যুক্তরাষ্ট্রে মনের মতো বাড়ি খুঁজে পাচ্ছিলেন না বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। অবশেষে নতুন বাড়ির সন্ধান পেয়ে গেলেন তিনি।

ইন্টার মায়ামির ঘরের মাঠ ড্রাইভ পিংক স্টেডিয়ামের কাছেই অবস্থিত ফোর্ট লডারডেলে ১০.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় ১১৮ কোটি টাকার বেশি) খরচ করে একটি বিলাসবহুল বাড়ি কিনেছেন মেসি। ১৯৮৮ সালে নির্মিত বাড়িটির ডিজাইন করেছিলেন বিখ্যাত ডিজাইনার লোরি মরিস। ফ্লোরিডা ডিজাইন ম্যাগাজিনেও জায়গা করে নিয়েছিল বাড়িটির ছবি।

ফোর্ট লডারডেলের অভিজাত এলাকা বে কলোনির গেটেড কমিউনিটিতে অবস্থান মেসির নতুন বাড়ির। বাড়িটির আয়তন ১০ হাজার ৫০ বর্গফুট। বাড়িতে রয়েছে ১০ শয়নকক্ষ, ৯টি বাথরুম, একটি সুইমিংপুল, প্রশস্ত রান্নাঘর, তিনটি গাড়ি রাখার গ্যারেজ এবং দুইটি ঘাট। বাড়ির চারপাশে রয়েছে লেক, যেখানে রয়েছে ১৭০ ফুট ওয়াটারফ্রন্ট। বাড়ির ভেতরে একটি জিম ও স্পা, এন্টারটেইনিং লাউঞ্জ, হোম অফিস এবং ১৬৬ বর্গফুটের বিশাল বেডরুম।

ইন্টার মায়ামিতে নাম লেখানোর আগে পরিবার নিয়ে ফ্লোরিডায় ছুটি কাটাতে যেতেন মেসি। ২০১৯ সালে ৯০ লাখ ডলার (৯৮ কোটি টাকা) খরচ করে সেখানে একটি বাড়ি আগেই কিনে রেখেছিলেন তিনি। কিন্তু ৬০ তলার পোরশে ডিজাইন টাওয়ারে অবস্থিত বাড়িটি ইন্টার মায়ামির মাঠ থেকে ২৫ মিনিট দূরত্বে অবস্থিত। তবে যানজটের কারণে সেখানে না থাকার সিদ্ধান্ত নেন মেসি। বে কলোনির নতুন বাড়িটি থেকে গাড়িতে করে স্টেডিয়ামে যেতে তার লাগবে মাত্র ১৫ মিনিট। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ খেলতে আর্জেন্টিনা দলের সঙ্গে আছেন মেসি। গত ৮ সেপ্টেম্বর ইকুয়েডরের বিপক্ষে ম্যাচে মাঠে নেমে গোলও করেছিলেন তিনি। তবে বলিভিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামেননি তিনি। তবে তাকে ছাড়াই লাপাজের উচ্চতা জয় করে ৩-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে আলবিসেলেস্তেরা। ম্যাচ শেষে মায়ামিতে ফেরার কথা মেসির। এরপর নতুন বাড়িতে উঠবেন তিনি।

গত বারের চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে

অষ্টম বার এশিয়া সেরা ভারত

কলম্বো: নিউজ সারাদিন : এশিয়া সেরার তাজ ভারতের ঝুলিতে। ২০১৮ সালের পর এশিয়া কাপ জিতল ভারত। আজ, রবিবার কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে এশিয়া কাপের (Asia Cup 2023) ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল রোহিত শর্মার ভারত এবং দাসুন শানাকার শ্রীলঙ্কা। এই দু'টো টিমই টুর্নামেন্টের সবচেয়ে সফল দল। এর আগে ভারত এশিয়া কাপ জিতেছিল ৭ বার। শ্রীলঙ্কা ৬ বার। ২০১০ সালের পর ফের এশিয়া কাপের ফাইনালে মুখোমুখি ভারত-শ্রীলঙ্কা। টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং বাছেন লঙ্কান অধিনায়ক। মহম্মদ সিরাজ একাই তছনছ করে দেন লঙ্কানদের ইনিংস। ১৫.২ ওভারে ৫০ রান তুলে গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। ৫১ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে ৬.১ ওভারে ম্যাচ শেষ করেন ভারতের ওপেনাররা। ১০ উইকেটে জয়ী ভারত। অষ্টম এশিয়া কাপ এল ভারতে। বিশ্বকাপের আগে এশিয়া কাপ জিতে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিল টিম ইন্ডিয়া।

পেরুর বিপক্ষে

ব্রাজিলের কষ্টার্জিত জয়

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের প্রথম ম্যাচে বলিভিয়াকে নিয়ে ব্রাজিল ছেলে-খেলা করলেও পেরুর বিপক্ষে আজ বুধবার সকালে দারুণ পরীক্ষা দিতে হয়েছে। অন্তিত মুহূর্তের গোলে শেষ পর্যন্ত কষ্টার্জিত জয় পেয়েছে তারা। ১-০ গোলে হারিয়েছে পেরুকে।

ম্যাচের প্রথমার্ধেই এগিয়ে যেতে পারত ব্রাজিল। গোলখরায় ভোগা রিচার্লিসন কয়েকজনের মাঝখানে ঢুকে হেড দিয়ে বল জালে জড়িয়েছিলেন। তবে সেটি ভিএআরের কল্যাণে বাতিল করে দেন রেফারি। ফলে ম্যাচের জয় নির্ধারক গোলের জন্য সেলেসাওদের ৯০ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে এ নিয়ে টানা ৩৬ ম্যাচে অপরাজিত রইল ব্রাজিল।

বল দখলে বেশ এগিয়ে থাকলেও ম্যাচজুড়ে গোল পেতে ভুগতে হয়েছে লাতিন জায়ান্টদের। তবে ভিএআরে বাতিল হওয়া গোলটিসহ মোট দুবার পেরুর জালে বল পাঠিয়েছিল ব্রাজিল। অফসাইডের বাধায় দুটি গোলই বাতিল হয়েছে। ফিরতি বল পাওয়ার পর ১৭ মিনিটে যেমন রাফিনিয়া বল জালে জড়ান। এরপর আগের ম্যাচেও দারুণ প্রভাব রাখা ব্রুনো গিমারেসের ক্রসে হেডে লক্ষ্যভেদ করেন রিচার্লিসন। সেই গোলটি ভিএআরের পাঁচ মিনিটের পরীক্ষার পর বাতিল হয়ে যায়, যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

দ্বিতীয়ার্ধেও গোলের দেখা না পাওয়ায় কোচ ফার্নান্দো দিনিজ রিচার্লিসনের জায়গায় গ্যাব্রিয়েল জেসুসকে নামান। রাফিনিয়া ৭২ মিনিটে ২০ গজ দূর থেকে শট নিয়ে গোলের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু গ্যালাসে এ যাত্রায়ও হতাশ করেন ব্রাজিলকে। বিরতির পর ম্যাচের ৮৩ মিনিট পর্যন্তও পেরুর বক্সের ভেতর থেকে মাত্র একটি শট নিতে পেরেছে ব্রাজিল। মূলত পেরু কোচ হুয়ান রেইমোসো ম্যাচে নেইমার যাতে কম সুযোগ পায়, সেজন্য দারুণ কৌশল দেখিয়েছেন।

তবে ম্যাচের একেবারে শেষ মিনিটে কর্নার পেয়ে যায় ব্রাজিল। সেখানে কর্নার থেকে ইনসুইংয়ে দারুণভাবে বল ভেতরে ক্রস করেন নেইমার। যাতে মাথা ছুঁয়ে দিয়ে মার্কিনিয়োস সফল লক্ষ্যভেদ করেন। ১-০ গোলেই ব্রাজিলের জয় নির্ধারণ হয়।

এর আগের ম্যাচে নেইমার ও রদ্রিগোর জোড়া গোলে সেলেসাওরা ৫-১ গোলের বড় জয় পেয়েছিল। আজকের জয়ে দিনিজের দল ৬ পয়েন্ট নিয়ে বাছাইয়ের টেবিলের শীর্ষে উঠে গেল ব্রাজিল। সমান পয়েন্ট পেলেও আর্জেন্টিনার অবস্থান দুইয়ে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR